একক ৬ □ বাঁধনী এবং বাটিকের কাজ (Tie-dye & Batik Work)

গঠন

৬.১ বাঁধনী

৬.২ বাটিকের কাজ

৬.১ বাঁধনী (Bandhani)

"Bandhana" এবং "Bandha" দুটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ "বাধা" (To tie)। "বাঁধনী" শব্দটি বন্ধনের প্রক্রিয়া এবং বন্ধন প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়া বস্ত্র উভয়কেই বোঝায়। বাটিক এবং বাঁধনী উভয়ই এক ধরনের "রেসিস্ট্" পদ্ধতি। যার অর্থ রঞ্জন প্রক্রিয়াকালীন কাপড়ের কিছু অংশে রঙের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা। ঐতিহ্যগতভাবে বাটিকের ক্ষেত্রে কাপড়ের মধ্যে রঙের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করার জন্য গলা মোম্ ব্যবহৃত হয়, অপরদিকে বাঁধনীর ক্ষেত্রে গিঁট দিয়ে ভাঁজ করো অথবা দড়ি/সুতা দিয়ে কাপড় অথবা সুতার বিভিন্ন অংশ বেঁধে রঙের প্রবেশের বাঁধা সৃষ্টি করা হয়। রাজস্থান এবং গুজরাট সূক্ষ্ম বাঁধনী প্রস্তুতকারী রাজ্য হিসেবে বিখ্যাত, অন্যদিকে সিন্ধ এবং মধ্যপ্রদেশের কারিগরেরা অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম বাঁধনী প্রস্তুত করে। বাঁধনীর ক্ষেত্রে বস্ত্রকে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে বাঁধা হলে তা সস্তা হয় এবং এটি সাধারণ ঘরের মহিলাদের স্বল্প খরচে উজ্জ্বল ও রঙীন বর্ণে সুসজ্জিত হওয়ার অন্যতম প্রধান উপায়। গুজরাট রাজ্যে রেশম এবং উচ্চগুণগত মানসম্পন্ন সুতির বস্ত্রে প্রস্তুত করা সূক্ষ্ম বাঁধনী ওড়না সম্পদশালী শ্রেণীর মহিলারা বিবাহের সময় পরিধান করে থাকেন এবং গুজরাটি বিবাহে ব্যবহৃত "ঘাটচোলা" (Ghatchola) নামক ঐতিহ্যশালী বাঁধনী শাড়ী বর্তমানে বহুল প্রচলিত। সৌরাষ্ট্রে, বিশেষ ভাবে জামনগরে সর্ববৃহৎ বাঁধনী প্রস্তুতকারী কর্মশালা বর্তমান, যদিও পোরবন্দর এবং রাজকোটেও বাঁধনী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। উত্তর গুজরাটের দিশা এবং আমেদাবাদ অঞ্চলে সহজ সরল বাঁধনীর কাজ করা হয়ে থাকে। রাজস্থানের বহু অঞ্চলে বাঁধনীর কাজ করা হয়ে থাকলেও সূক্ষ্ম নক্শার বাঁধনী প্রধানতঃ বিকানীর এবং সিকার জেলাতেই হয়। সাধারণতঃ গুজরাটের থেকে রাজস্থানে বাঁধনীর কাজেই বেশি সংখ্যক রঙ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে কাপড়কে রঙের দ্রবণে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত না করে হাত দিয়ে spot dyeing পদ্ধতিতেও রঙের প্রয়োগ করা হয়। নক্শা অনুযায়ী কাপড়কে বাঁধার কাজটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ীর মহিলা এবং অল্পবয়স্কা মেয়েরাই করে থাকেন। রেশম এবং সূতির বস্ত্রকেই সাধারণভাবে বাঁধনী করা হয়। কাপড়কে গিঁট দিয়ে, বেঁধে, ভাঁজ করে এবং সেলাই-এর সাহয্যে বাঁধনী প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করা হয়। যখন কাপড়কে রঙের জলীয় দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয় তখন মোটা সুতো, রবার ব্যণ্ড, প্লাস্টিক, তার এবং অন্যান্য সামগ্রীর সাহায্যে বাঁধা অংশটিতে রঙের প্রবেশের বাঁধার সৃষ্টি করা হয়। বাঁধনী প্রক্রিয়াটি অনেক রকম উপায়ে করা সম্ভব। বিভিন্ন রকমের পদার্থ/বস্তু যেমন—চাল, বীজ, পুথি, পাথর, টিনের কৌটো, ছিপি ও ওয়াশার ইত্যাদি কাপড়ের মধ্যে বেধে এই প্রক্রিয়া করা যেতে পারে। বাঁধনী করা কাপড়ে একটি ভিন্ন ধরনের অসাধারণ টেক্সচার লক্ষ্য করা যায়। বাঁধনী পদ্ধতিতে কাপড়কে বিভিন্ন উপায়ে বেঁধে এবং ভাঁজ করে অগুণিত রূপবিন্যাস সৃষ্টি করা সম্ভব। কাপড়কে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বেঁধে এবং রঙের সাহায্যে রঞ্জিত করে তারপর সেটিকে আবার একটি ভিন্ন পদ্ধতিতে বেঁধে ও অন্য একটি রঙে রঞ্জিত করে বাঁধনী পদ্ধতিটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই ধাপগুলি পুনরায় সম্পন্ন করে কাপড়ে অগুণিত

রূপবিন্যাস, রঙ এবং texture আনা সম্ভব। বাঁধনী করা কাপড় অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এই কাপড়ের দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র যেমন সার্ট, জিনস্ ইত্যাদি পরিধান করলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রতা বজায় থাকে। বর্তমানে শিল্পী এবং ডিজাইনারেরা circles, pleats, gathers এবং knots-এ বাঁধনীর ব্যাবহারের বিস্তৃত সম্ভবনার কথা স্বীকার করেছেন। Wall-hangings, Sculptures, এবং অন্তরসজ্জার সামগ্রীও ক্ষেত্রে বাঁধনী কাপড়ের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

বাঁধনীর কাজে নক্শার রূপবিন্যাসকে কাপড়ের মধ্যে স্থানান্তরিত করার পরে বাধা এবং রঞ্জন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত ধাপে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে ডিজাইনার সম্প্রদায় কাপড়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী রঙের সাহায্যে নক্শাকে অঙ্কন করেন অথবা ব্লকের সাহায্যে নক্শাকে কাপড়ে ফুটিয়ে তোলেন। ক্ষণস্থায়ী রঙ হিসেবে গেরু (যা গিরিমাটি বিশেষ থেকে প্রস্তুত করা হয়) এবং জল, অথবা কেরোসিন তেলের ভুসা অথবা কাঠ কয়লা ও জলের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাঁধনীর কাজের বিভিন্ন ধাপ ঃ

(১) সাদা কাপড়কে চার বা তার বেশি ভাঁজ করে হাতের উপর আলগা ভাবে রেখে সাদা সুতির সূতার সাহায্যে নক্শা অনুযায়ী বাঁধা হয়। এই অবস্থায় কাপড়কে রঞ্জন করলে বাঁধা অংশগুলি রঙ প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে এবং কাপড়কে খোলার পর সেই অংশগুলিকে সাদা দেখায় এবং এই সাদা অংশগুলির মধ্যে যে রঙ দিয়ে কাপড়টিকে রঞ্জন করা হয়েছে সেই রঙের একটি করে ফোঁটা দেখা যায়। কাপড়কে সবসময় প্রথমে হলকা রঙ দিয়ে রঞ্জন করা হয়।

(২) কাপড়টিকে প্রথমবার বাঁধার পর তাকে সাধারণত হলুদ অথবা যেকোন হালকা রঙ দিয়ে রঞ্জন করা হয়।

(৩) এরপর কাপড়কে ভালো করে ধুয়ে, নিঙড়ে এবং শুকিয়ে আবার নতুন করে অন্য নকশা অনুযায়ী বাঁধা হয় এবং সেটাকে আবার কোন গাঢ় রঙ যেমন লাল বা সবুজ দিয়ে রঞ্জন করা হয়।

(৪) কোনো গাঢ় রঙ যেমন কালো, খয়েরী ইত্যাদি দিয়ে রঞ্জন করার প্রয়োজন হলে ঐ কাপড়কে আবার আলাদা নকশা অনুযায়ী বাঁধা হয় এবং কাপড়ের যে অংশটির গাঢ় রঙ দিয়ে রঞ্জন করার প্রয়োজন নেই সেই অংশটিকে প্লাস্টিক দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে রাখা হয় যাতে কাপড়ের সেই অংশ রঙকে শোষণ করতে না পারে।

(৫) শেষ বারের মত রঞ্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে কাপড়টিকে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হয়।

বাঁধনীর কাজে ন্যাপথল্ রঙ সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাঁধনী করার আগে কাপড়টিকে ভালোভাবে পরিস্কার করে নিতে হয় অর্থাৎ কাপড়ের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া ভালো ভাবে করা প্রয়োজন।

৬.২ বাটিকের কাজ (Batik Work)

বর্তমানে চিত্রশিল্পী এবং ডিজাইনারেরা (নক্শা প্রস্তুত কারকেরা) নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন নতুন দিক প্রবর্তন করছেন যা বয়ন কারুশিল্পে নতুন দীগন্ত উন্মোচিত করেছে। বাটিক এবং বাঁধনী পদ্ধতি যেমন নতুন, তেমনই প্রাচীন এবং বর্তমান বাজারে এটির চাহিদা প্রচুর। বাটিক ও বাঁধনী উভয়ই রেসিস্ট্ পদ্ধতি অর্থাৎ রঞ্জন করার সময় কাপড়ের কিছু অংশে রঙ প্রবেশের বাধা সৃষ্টি করা হয়। বাটিকের ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টিকারী পদার্থ হিসেবে গলা মোম্কে ব্যবহার করা হয়। মোমের সাহায্যে বাধার সৃষ্টি করে কাপড়ের উপরে বিভিন্ন রূপবিন্যাস বা নক্শা সৃষ্টি করার

পদ্ধতিকে বাটিকের কাজ বলে। ত্রয়োদশ শতকে জাভা এবং বালিতে বাটিকের কাজকে অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন কারুশিল্প হিসেবে গণ্য করা হত। সপ্তদশ শতকে রপ্তানী এবং ব্যবসায়িক রাস্তা উন্মুক্ত হওয়ার পর জাভাতে প্রস্তুত বাটিকের কাজ সর্বপ্রথম হল্যাণ্ডে এবং পরবর্তীকালে ইওরোপের নানা অঞ্চলে সহজলভ্য হতে থাকে। ১৮৬০ সালের পূর্বে বাটিকের কাজে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক রঙেই ব্যাবহার করা হত, কিন্তু কৃত্রিম রঙ আবিষ্কারের পর বর্তমানে বাটিকের কাজে ঠাণ্ডায় রঙ করা সম্ভব কৃত্রিম রঙ ব্যাবহার করা হয়। ন্যাপথল রঙ এবং সল্যুবিলাইজড ভ্যাট রঙ বাটিকের কাজে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠাণ্ডায় রঙ করা সম্ভব রিয়্যাক্টিভ রঙও বাটিকের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বাটিকের পুনঃপ্রবর্তন হয় শান্তিনিকেতনে। বাটিকের কাজ যেটা বহুদিন আগের থেকে জাভায় প্রচলিত ছিল তা বর্তমানে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মান অর্জন করেছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে। বাটিক শব্দটির উৎপত্তি জাপানী শব্দ "Ambatik" থেকে যা পুরো পদ্ধতিটিকেই বোঝায়।

বাটিকের কাজ তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়; (১) মোমের প্রলেপ দেওয়া (Waxing), রঞ্জন করা (Dyeing), এবং মোমের প্রলেপ অপসারণ করা (Dewaxing)। বাটিকের কাজে উপরোক্ত প্রধান তিনটি ধাপ ছাড়াও আরো কিছু আনুসাঙ্গিক কাজ আছে, যেমন—কাপড়ের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া, নক্শা অঙ্কন করা, কাঠামোর উপরে কাপড়কে টান্‌টান্ করে লাগানো, কাপড়ের যে অংশে রঙ করার প্রয়োজনীয়তা নেই সেই অংশে মোমের প্রলেপ দেওয়া, রঙের জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত করা, কাপড়কে রঙের দ্রবণে নিমজ্জিত করা, মোমের প্রলেপ অপসারণের জন্য কাপড়কে জলে ফোটানো এবং সাবান জলে কাপড়কে ধোয়া। বাটিকের কাজে ব্যবহৃত রঙগুলির মধ্যে ন্যাপথল রঙের ব্যবহার সর্বাধিক, কারণ ন্যাপথলের দ্রবণে নিমজ্জিত কাপড়ে সহজে মোমের প্রলেপ প্রয়োগ করা সম্ভব এবং সেই মোমের প্রলেপে crack সৃষ্টি করে ডায়াজোনিয়াম্ লবণের জলীয় দ্রবণে নিমজ্জিত করে কাপড়টিকে রঞ্জিত করা হয়। যে সকল ভ্যাট রঙগুলিকে ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বিজারিত করে ঠাণ্ডায় রঙ করা সম্ভব সেটিই বাটিকের কাজের জন্য উপযুক্ত। উষ্ম তাপমাত্রায় রিয়াক্টিভ রঙ বাটিকের কাজে উপযুক্ত নয়। শুধুমাত্র ঠাণ্ডায় করা সম্ভব এমন রিয়াকটিভ রঙই (M-Brand) বাটিকের কাজের জন্য উপযুক্ত। বাটিকের কাজ ঐতিহ্যগতভাবে সুতি এবং রেশম কাপড়ের উপরেই করা হয়ে থাকে।

বাটিকের কাজের পদ্ধতি ধাপে ধাপে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

কোরা কাপড়

↓

কাপড়ের শোষণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তন্তুর প্রাকৃতিক অবিশুদ্ধি এবং কাপড় বা সুতা প্রস্তুতকালীন সংযোজিত অবিশুদ্ধি অপসারণ

↓

ট্রেসিং কাগজে নক্শা অঙ্কন

↓

কাপড়ে ঐ নক্শাকে স্থানান্তরিত করা

↓

নক্শার উপরে মোমের প্রলেপ দেওয়া। (প্রথম রঙ ব্যতিত)

↓

কাপড়কে সাধারণ তাপমাত্রায় রঞ্জন। (প্রথম রঙের ক্ষেত্রে)

↓

গরম জলে ফুটিয়ে মোমের প্রলেপ অপসারণ

↓

নকশার উপরে মোমের প্রলেপ দেওয়া (দ্বিতীয় রঙ ব্যতিত)

↓

কাপড়কে সাধারণ তাপমাত্রায় রঞ্জন (দ্বিতীয় রঙের ক্ষেত্রে)

↓

পুনঃরায় গরম জলে ফুটিয়ে মোমের প্রলেপ অপসারণ

↓

অবশিষ্ট মোম্‌কে ইস্ত্রি করে অপসারণ

দ্রষ্টব্য ঃ যত সংখ্যক রঙ নক্‌শার মধ্যে ব্যবহৃত হয় তত বার মোমের প্রলেপ দেওয়া এবং রঞ্জন প্রক্রিয়া করা আবশ্যক।

মোম্ একপ্রকার বাধা সৃষ্টিকারী পদার্থ এবং এই মোম্‌কে গলিত অবস্থায় ব্রাশ বা অন্যান্য যন্ত্রাদি যেমন, ছুঁচলো বাঁশের কাঠি, বাঁশের চামচ ইত্যাদির সাহায্যে কাপড়ের নকশার উপর প্রয়োগ করা হয়। যথাযথ তাপমাত্রায় গলানো অবস্থায় মোম্‌কে অর্ধস্বচ্ছ দেখায় এবং কাপড়ে সহজে প্রবেশ করতে সক্ষম। খুব ঠান্ডা অবস্থায় মোম্‌কে সাদা এবং অস্বচ্ছ দেখায় যা কাপড়ে প্রবেশ করতে পারে না এবং আংশিক ভাবে রঙ প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। মোম্‌কে অল্প আঁচে গলানো অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। তাপ উৎপন্নকারী যন্ত্রের উপরে asbestos-এর প্যাড বিছিয়ে তার উপরে একটি পাত্রের মধ্যে মোম্ গলানো হয়। এছাড়াও অন্যান্য নানা রকম উপায়ে মোম্ গলানো সম্ভব। বাটিকের কাজ সাধারণভাবে প্যারাফিন এবং মধু মোম্ সমপরিমাণে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়, তবে ১০০ শতাংশ প্যারাফিন মোম্‌ও ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশি মাত্রায় প্যারাফিন মোম্ ব্যবহার করলে কাপড়ে অধিক crack উৎপন্ন হয়, কারণ এটি মধু মোমের থেকে বেশি ভঙ্গুর। বাস্তবে বাটিকের কাজের ক্ষেত্রে এক ভাগ মধু মোম্ (Bee wax) এবং চার ভাগ প্যারাফিন মোমের মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়। গলানো মোমের মিশ্রণ কাপড়ের যে অংশে রঙ করার প্রয়োজনীয়া নেই তার উপরে প্রয়োগ করা হয়। যদি কাপড়ে crack-এর প্রয়োজনীয়তা বেশি হয় তবে মিশ্রণে প্যারাফিন মোমের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজন। মিশ্রণে মোমগুলির পরিমান ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তনশীল। বাটিকের ক্ষেত্রে রজন নামক একটি পদার্থও ব্যাবহৃত হয়।

প্যারাফিন এবং মধু মোমের পরিমাণ কাপড়ের বুনন, নক্‌শা এবং বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। কাপড়ের নক্‌শার উপরে মোমের প্রয়োগ এবং রঞ্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে কাপড় থেকে মোমের আস্তরণ অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী। মোম্‌কে প্রথমে ঘর্ষণের সাহায্যে এবং পরবর্তীকালে ফুটন্ত সোডা মিশ্রিত জলে নিমজ্জিত করে কাপড় থেকে অপসারণ করা হয় এবং কাপড়কে পুনঃরায় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। কাপড়ের মধ্য থেকে মোম্‌কে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করানোর জন্য কাপড়টিকে দুটি কাগজের তোয়ালের মধ্যে রেখে ইস্ত্রি করা প্রয়োজন। এর পরেও যদি অল্প পরিমাণে মোম্ কাপড়ে থেকে যায়, তা হলে সেটি জল না দিয়ে আরকাদির সাহায্যে পরিস্কার করা যায় এমন দ্রাবকের (কার্বন টেট্রাক্লোরাইড) সাহায্যে অপসারণ করা যেতে পারে।